

## বিজ্ঞানসম্মত পদক্ষিণ কাউন্টন চায়

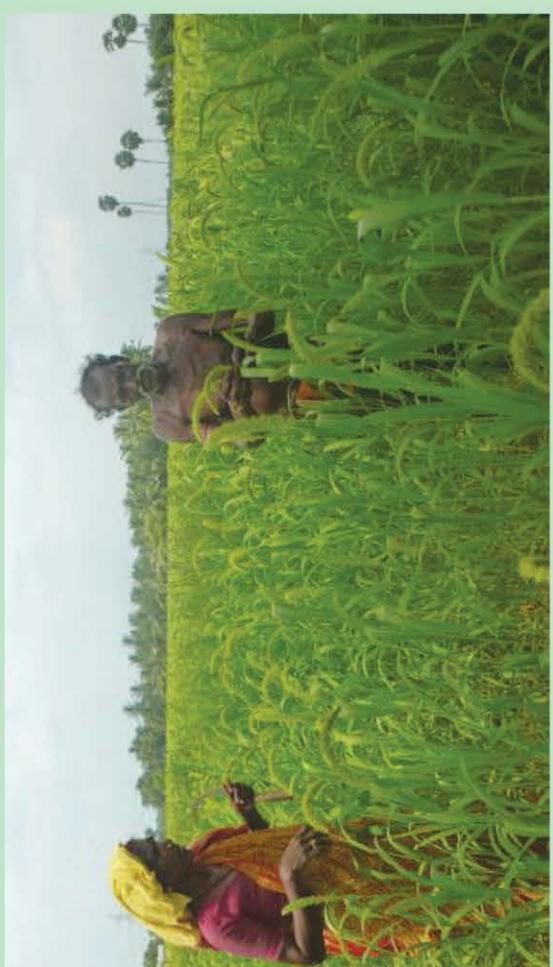
ফলন : হেষ্টির প্রতি ১০-১২ কুইন্টল।

আয়-ব্যয়ের হিসাব : কাউন্টন ফসলে খরচ খুব কম লাগে। কারণ এই ফসলের জন্য বিশেষ কোন বাতু ও পরিচয়ীর দরকার হয়না। আউটস ফসলের তুলনায় যতুও পরিচয়ী অনেক কম। অন্যান্য খরচও তুলনামূলক কম। হেষ্টির প্রতি ৬০,০০০ থেকে ৮০,০০০ কুকা আবধি আয় হয়। (কাউন্টন প্রতি ৯৫০০ থেকে ১২,৫০০)



২০১৫

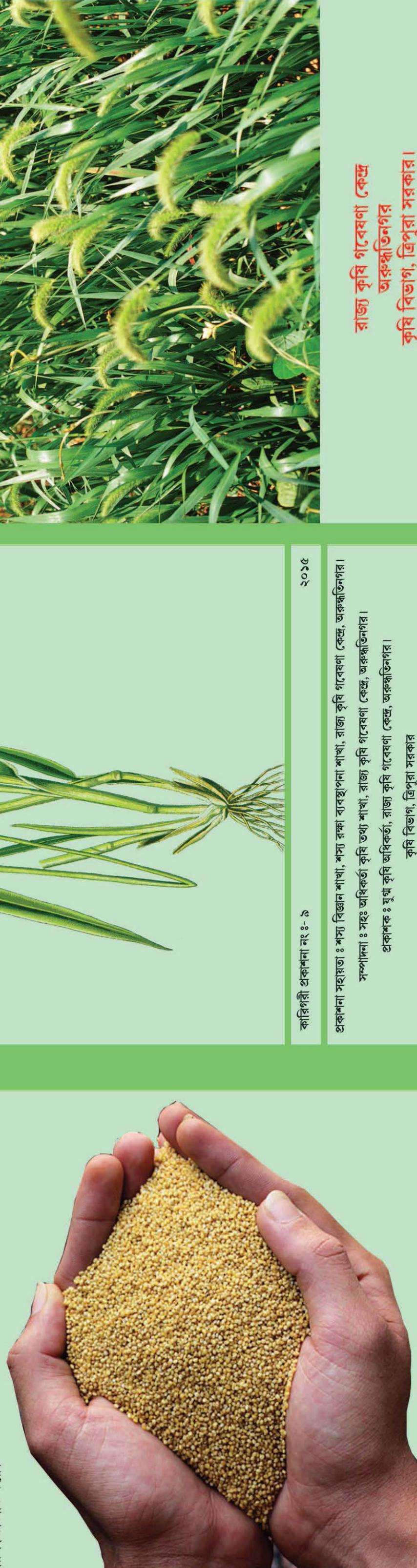
কারিগরী প্রকাশনা নং ১০-১



বীটশঙ্কু : কাউন্টন বিশেষ কোন পোকার উপদ্রব হয় না।

বেগ নিয়ন্ত্রণ : কাউন্টনে খেলা ধর্মা এবং ভাইটন মাইলিডও রোগের প্রদূভাব দেখা যায়। উপরোক্ত রোগগুলো দমনের জন্য বীজ বোনার আগে বীজ কার্বেন্টডজিম ১ গ্রাম প্রতি কেজি বীজে এই হারে মিশিয়ে এবং ১ গ্রাম কার্বেন্টডজিম প্রতি লিটার জলে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে। উপরোক্ত স্প্রে গাছের অঙ্গ বৃদ্ধি দশায় প্রয়োগ করতে হয়।

যন্ত্রল তেলা : কাউন্টনে ৫০-৬০ দিনের মাঝায় ফুল আসে এবং ৮০-৯০ দিনের মাঝায় ফসল পরিপূর্ণতা লাভ করে।



প্রকাশনা সহযোগিতা : শস্য বিজ্ঞান শাখা, শস্য রক্ষা ব্যবস্থাপনা শাখা, রাজ্য কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, অরুণাচলপ্রদেশ।  
সম্পাদনা : সহঃ অধিকর্তা কৃষি তথ্য শাখা, রাজ্য কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, অরুণাচলপ্রদেশ।  
প্রকাশক : যুগ্ম কৃষি অধিকর্তা, রাজ্য কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, অরুণাচলপ্রদেশ।

কৃষি বিভাগ, ত্রিপুরা সরকার

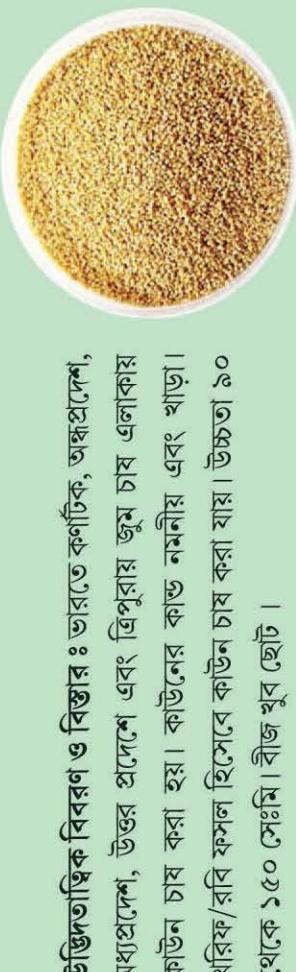
মুদ্রণ : এশিয়না প্রিণ্টিংস, আগরতলা।

রাজ্য কৃষি গবেষণা কেন্দ্র  
অরুণাচলপ্রদেশ  
কৃষি বিভাগ, ত্রিপুরা সরকার।

## কাউন চাব

কাউন বা ইটালিয়ান মিলেটি, ফর্স্টেইল মিলেটি নামেও পরিচিত। ভারতে কাউন বষ্ঠি নিউর তাপমণ্ডলে বা যে সমস্ত এলাকায় সেচের ব্যবস্থা নাই সেসব অঞ্চলে উৎপাদন করা হয়। কাউনের বহুবিধ ব্যবহার আছে। কাউন ভারতের মতো সেচ করে থাওয়া হয়। কোথাও কোথাও কাউনের বীজ পিষে আঁটা করে রং তৈরী করে থাওয়া হয়।

কাউনের যথেষ্ট পৃষ্ঠাগুণ রয়েছে: ১০০ গ্রাম কাউন দানায় ১২.৩ শতাংশ প্রোটিন, ৪.৭ শতাংশ প্রেসুর্ব ও তেল, ৬০.৬ শতাংশ কার্বহাইড্রেট এবং ৩.২ শতাংশ অ্যাশ থাকে।



**উভিদত্তিক বিবরণ ও বিস্তার:** ভারতে কণ্ঠটিক, অঙ্গপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, উত্তর প্রদেশে এবং প্রিপুরায় জুন দাব এলাকায় কাউন দাব করা হয়। কাউনের কাণ্ড নমনীয় এবং খাড়া। খরিফ/রবি ফসল হিসেবে কাউন দাব করা যায়। উচ্চতা ১০ থেকে ১৫০ সেমি। বীজ খুব ছোট।

**আবহাওয়া:** কাউন উৎকৃঠিত কীভুন উভয় জগতবায় অপ্রয়োগ্যকভাবে উৎপাদন করা যায়। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ২০০ মিটার অবধি উচ্চতায় কাউন দাব করা যায়। কাউনের সম্মত জীবনকালে মাঝে তাপমাত্রার প্রয়োজন হয়। বার্ষিক ৫০০ থেকে ৭৫০ মিলিমিটার প্রয়োজন হয়। কাউনের সম্মত জীবনকালে ফলে।

**মাটি:** ভাল ফলনের জন্য উর্বর এবং জল নিকাশের সুবিধাবশ্ব জরুরি। কাউন দাবের জন্য বিশেষভাবে প্রয়োজন, যদিও অগ্রেক্সকুত অনুরূপ জরুরি। হালকা জাল দেয়ায়, পলি মাটি কিংবা কালোমাটি কাউন দাবে উৎকৃষ্ট।

**জাত:** এস. আই.এ-৩০৮৫, ৩০৮৮, ৩১৫৬ এবং এইচ এম.টি-১০০-১, কো-৩, কো-৪, অর্জুন, তাই, এস. সি-১০১, আই. এস. সি - ২০১, আই. এস. সি - ১১৯ এর সঙ্গে জুন ফসলে ব্যবহৃত জাত গুলি কাউন দাবের জন্য উপযুক্ত।



জনি তৈরী : সমতল কিংবা সমান টিলা জনির মাটি বর্ষা শুরুর আগে এক দুবার দাব দিয়ে রাখতে হবে। এরপর থাক মৌসুমী বষ্ঠির সুযোগ নিয়ে জরুরি ভালভাবে অগ্রতও দু-বার দাব দিয়ে টেরস করতে হবে। জরুরিতে জনি নিকাশের সুবিধাবশ্ব করতে হবে। টিলা দালে হালকা দাব দিয়ে কিংবা খুঁটিয়ে কাউনের বীজ বপন করা হয়।

বীজের পরিমাণ : এক হেস্ট্র জনি মিলে কাউন চাবের জন্য লাইনে কিংবা খুঁটিয়ে লাগালে ৮ থেকে ১০ কেজি বীজ লাগবে।

**বীজ শোধন :** বীজ বোনার আগে প্রতি কেজি বীজ ১ গ্রাম কাৰ্বেনতাজিম দিয়ে শোধন করে নিতে হবে। কাৰ্বেনতাজিম ৫০ শতাংশ (বৈত্তিন) এবং ম্যানকাজিম ৭৫ শতাংশ জনাগোলা পাউতার এক সাথে মিলিয়ে প্রতিকেজি বীজ শোধন করলে বীজ বাহিত রোগ কীটিনু মারা যায় এবং পরে রোগ ও কীটিনুর আঁকড়ে করা হয়।

**বীজ বোনার সময় :** জলদী লাগান কাউনের ফ্রেশে মে মাস বীজ বোনার ফ্রেশে উপযুক্ত সময়। প্রধান ফসল হিসেবে দাব করলে জুন-জুলাই। দেরীতে লাগানে ফসলের ফ্রেশে আগস্ট মাস থেকে ১৫০ সেমি। বীজ খুব ছোট।

**দূরত :** লাইন থেকে লাইনের দূরত ২৫-৩০ সেমি। বীজ বোনার গভীরতা ২-৩ সেমি। গাছ থেকে গাছ ৮-১০ সেমি।

**সার প্রয়োগ :** টেজেব / আবর্জনা পচা সাব - হেষ্টের প্রতি ৫-৬ টুন, এবং হেষ্টের প্রতি ইউরিয়া ১৩০ কেজি, সিপ্পেল সুপার ফসফেট - ১৮৭ কেজি, মিউটের অব পটাশ - ৫০ কেজি। উপরোক্ত সারের অর্ধেক পরিমাণ নাইট্রোজেন ঘটিত শার (ইউরিয়া) এবং ফসফরাস ও পটাশ ঘটিত সারের পুরোটা জরুরি সময় শেষ দারের আগে জরিমতে প্রয়োগ করতে হবে। বাকি ইউরিয়া জনির আগছা পরিষ্কার করে ৩০ দিনের মধ্যে প্রয়োগ করতে হবে।

অগাছা নিয়ন্ত্রণ :

তাকে প্রয়োগ করে করে দিতে।

